সাম্প্রতিক কৃষি

গুলশান ইকারুস

পৌষ ১৪৩০, ডিসেম্বর ২০২৩

সাম্প্রতিক কৃষি

সাম্প্রতিক কৃষি

গুলশান ইকারুস

পেপারস প্রকাশনা

সাম্প্রতিক কৃষি

প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪৩০, ডিসেম্বর ২০২৩
প্রচ্ছদ গুলশান ইকারুস
© লেখক
প্রকাশক পেপারস প্রকাশনা
thepaperspublication@gmail.com
ISBN 978-984-35-5176-4
৳ ৪০০

SHAMPROTIK KRISHI
A collection of poems by Gulshan Icarus

First Published December 2023
Cover Gulshan Icarus
© Author
Publisher Papers Publication
thepaperspublication@gmail.com
ISBN 978-984-35-5176-4
৳ 400

শাহীন আলম সানী

আমাদের কৈশোর, শীত এবং সমুদ্র সংশ্লিষ্ট স্মৃতির প্রতি

সামুদ্রিক মফস্বলে ফিরে চলো। সস্তা ও কোমল
তরিতরকারিময় ঐ দেশে। গাছের ছায়ায় বসে ভেবো এই।
তোমার তর্জনী ধরে এরো বেশি যাওয়া যাবে, শিশুর তর্জনী
আরো দুরে টেনে নাও, এমন-কি যে-দেশে এবার
অনাবৃষ্টি, অসম্ভব মহামারী, বেকারবিপ্লব,
চাষীদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাদ্যরত রাজনীতিজ্ঞের দলে
ভিড়ে যাই, চলো, সময় বড়ই অল্প, তা'ছাড়া, যত দিন যায়
সময় ক্ষুদ্রতর, সে বামন, লাফিয়ে পিঠের
উপরে আরূঢ় হই, চলো, নইলে অনেক ছোট, মূর্খ ম্লান হয়ে
যাবে সে-ও। বামন ঘোড়ার পিঠে ন্যস্ত হয়ে কবিতার ব্যাখ্যা চেয়ো না
সস্তা ও কোমল তরিতরকারিময় দেশে ভালমন্দ খাও দাও
তোমার পিছনে কোনো গোয়েন্দার চোখ নেই। শুধু কবিতার
যে-কোনো ব্যবস্থা তুমি করে যাও। অন্তত এসব লেখা
ব্যবহারযোগ্য কিনা, না জানালে
কৌতুহল থেকে যায়। না হয় মফস্বলে সামুদ্রিক
মাছের সম্পাদনা তুমি কোরো। আমার ঘোড়াটি চাই।

(উৎপল কুমার বসু, পুরী সিরিজ, ১৯৬৪)

আলিফ লায়লার রাত ০৯
ফ্রয়েডিয়ান এরর ১০
শামুকদৃশ্য ১১
সার্কাস ১২
নরম ম্যাজিক ১৩
আবহমান ১৪
দাগ ১৫
উপনিষদের দ্বিতীয় পাখি ১৬
আমার আনন্দ ১৭
বুদবুদসমূহ ১৮
যোগাযোগের সমস্যা ২০
কীর্তন ২১
ব্যক্তিগত বনলতা সেন ২২
পাহাড় চূড়ায় মধ্যাহ্ন ২৩
সুরিয়ালিস্ট হরিণের উত্তরাধিকার ২৪
মেঘ-দূরতম ২৫
বিশ্রী ২৬
আলবাট্রসের ডানা ২৭
ডায়েরির একটি পাতা ২৮
নদীপর্ব ২৯
সিনেমা ৩০
শুক্লকৃষ্ণপক্ষ ৩১
প্লেলিস্ট ৩২
নর্তকী ৩৩
মফস্বল ৩৪

গোলাপ বিরোধী বস্তুবাদী চিরকুট ৩৫
মেগাবাইটমেঘ ৩৬
সন্দেহপ্রবণতা ৩৭
একফোঁটা পৌরাণিক দুঃখ ৩৮
বাইসাইকেল ৩৯
শীতসমগ্র ৪০
নভেম্বর ৪১
মেয়েদের শরীরের রঙ ৪২
ইনসমনিয়া ৪৩
মৃত্তিকা ৪৪
ন্যূনতম ভ্যালেন্টাইন ৪৫
রোদের রঙের মতো ফড়িং ৪৬
বিগত চিয়ার্স ৪৭
কদমবুসি ৪৮
মিশেল ফুকো মিউজিয়াম ৪৯
গ্রাজুয়েট যুবতী ৫২
আন্তঃনগর ট্রেন এবং অন্যান্য চিহ্ন ৫৩
একটি জুয়াখেলা ৫৪
ভগ্নাংশের গান ৫৫
আটকুঠুরী ৫৬
সমুদ্রের দিন ৫৭
স্যানাটোরিয়াম ৫৮
পুরাতন মন ৫৯
রওজান ফেরদৌস প্রভা ৬০
স্কিৎজোফ্রেনিয়া ৬১
উড়ালের ফুর্তি ৬২

আলিফ লায়লার রাত

সন্ধ্যা নামে চারদিকে
প্রশান্তির আস্ফালনে
চাঁদ ছড়ায় রূপালি ঝর্ণার মতো আলো তার;
শান্তি নামে মায়া হয়ে মনজুড়ে সবখানে
জাগে পুরনো দহলিজের রাত—
আলিফ লায়লার।

আসমানের শিথানে চাঁদ আঁকে তলোয়ার
আম জাম কাঁঠালের মিনারে মিনারে,
বাতাসের নরম ঢেউয়ে
বয়ে চলে গান—বাঁশপাতার
নদীর কিনারে, ঘন বনের ধারে, অমাবস্যার দিঘির পাড়ে।

দহলিজে কিসসার আসর বসা রাতের মতো এমন রাত
বহুদিন আসেনি,
শান্তির অবসরের মতো হেমন্ত সন্ধ্যায়
মনোগত বাসনা বিলাসে ছিলো তাই ব্যাঘাত
মনজুড়ে মায়া হয়ে শান্তি নামা
—এমন রাতের বন্দনায়।

এই রাত যেন পূর্ণতর আলিফ লায়লার রাত
রাতজাগা হাসানাহেনার ঝোপের কিনারায়।

ফ্রয়েডিয়ান এরর

কিছুই থাকিবার নয়
কিছুই নয় রহিবার
কিছুই রবে না
কিছুই থাকে না
সকলই বিফলে যাবার

মনে রাখি যা মনে থাকবার দরকার, মনে রাখার চেষ্টা করি যা-কিছু ইদানিং মনে নাই আর, মনে রাখিবার ইচ্ছা যা-কিছু তোমার, মনে মনে গুনে রাখি, আজকে আর যা-কিছু তোমার নাই আর, আজকে যা-কিছু কেবলই আমার মনের ব্যাপার

সানগ্লাস লিপস্টিক আইসক্রিম বিউটিপার্লার, প্রথম আলাপের হাসি, শিউলিশিশিরপ্রভাত, কিছু ফুল শ্রাবণসন্ধ্যার, চাঁদনি আকাশ, চন্দ্রালোকিত রাত, হাতে হাত, চাদঁনিমূহুর্ত হায় হাতে হাত রাখিবার

নদীর তীরে পাখি উড়ে উড়ে যাবার পাশে বসে থাকবার, তুমি আমায় শিখিয়েছিলে তোমার ফুল আর পাখিদের নাম ভালোলাগার, সর্বাধিক অনুপম পাখির এমন মায়াবী উপস্থিতি মনে রাখিবার, হায়! নদীর তীরে বিকালবেলা, নৌকায় ঘুরে বেড়াইবার

শামুকদৃশ্য

ভোরবেলাকার উঠোন জুড়ে যেন রাত্রির দাগ লেগে আছে
উঠোন জুড়ে ছড়িয়ে আছে কাঁঠালের পাতা
উঠোন জুড়ে ছড়িয়ে আছে মেহগনির পাতা
চারপাশে মেহগনির পাতার মতো অন্ধকার
অন্ধকার মেখে আছে শাপলা-ভাসা-পুকুর।

শীত আর নীরবতা মিশে আছে পুকুরের জলের ভেতর।

কদম আর শিরীষের ডালপালায় পাখিদের ঘুম
পাখিরা নিবিড় ঘুমিয়ে আছে নীরব মৌনতায়
পাখিদের ঘুমের মতো মৌনতা এই ভোরবেলা জুড়ে
যেন অপরিচিত এক সময়কাল থেমে আছে নীরবে
যেন থেমে আছে ঘড়ি
যেন ঘড়ির সময় থেমে আছে কোনোভাবে।

পাখিদের ঘুম লেগে আছে ভোরবেলা জুড়ে
পাখিদের ঘুমের মতো নীরব মৌনতায় সময় আছে থেমে
সময় থেমে আছে এই ভোরবেলা জুড়ে—
পৃথিবীতে সম্পূর্ণ সকাল হওয়ার আগে।

সার্কাস

কত সহজেই বানায় সে মুঠোভর্তি কয়েন আর ফুল
টুকরো টুকরো কাগজের, গোলাপের লাল পাপড়ি
সহজেই বানায় শাদা রুমালের পায়রা, হয় না ভুল
মঞ্চের চারদিক জুড়ে তাই দর্শকের তুমুল হাততালি।
বায়ান্ন তাসের সবগুলো তাস যেন তার হাতের তালু
চোখ বেঁধে কালো কাপড়ে যখন সে বলে যায় নাম
সবগুলো তাসের, মনে হয় কোনো অলৌকিক আলো
তার চোখে; অবাক দেখি সাহেব বিবি গোলাম।

দেখি কাপড়ের টুকরো পাখি হয়ে যায় তার হাতে
শূন্য হতে ঝরে পড়ে লজেন্স আর চকলেট অবিরত
মুহুর্তেই কত রঙিন বেলুন উড়ে যায় তার ইশারাতে
অবাক তাকিয়ে দেখি এসব কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত।
ভাবি, যতোদিন আমি এই পৃথিবীর মাঝে বেঁচে আছি
যদি জাদুকর এনে দিত তোমাকে আমার কাছাকাছি?

নরম ম্যাজিক

পরিচিত লাল সূর্য হলুদ রঙে আঁকছে বিকেলের নরম
প্রেক্ষাপট জুড়ে নদীর ছায়া
নদীর ওপারে দিগন্তের বিস্তার।

আশ্চর্য অনিমিখে দিগন্তের সবুজ কার্পেটে
বলের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে সূর্য হারিয়ে গেলে
কোনো ম্যাজিকের জন্ম হতে পারে!

চারদিক জুড়ে হেটে যাচ্ছে নৈশব্দ
প্রয়োজনীয় একাকীত্ব
শঙ্খ বেজে উঠার করুণ আহ্বানের মতো
ছায়া ফেলে যাচ্ছে অন্ধকার—
রাত্রির আড়াল;
সন্ধ্যার উপকূল ছাপিয়ে তরঙ্গায়িত বিস্তারিত ছায়ানাট্য—
রাত্রির আখ্যান

ওখানে নদী ছিলো, পাশে একটি পুরনো শ্মশান।

আবহমান

নদী। ওগো নদী। কে ভাসাইল এ প্রদীপ তোমার তীরে। এ কার বিশ্বাস জ্বলে তোমার কালো শরীরে। কার বেদনা নিয়ে তোমার তীরে এমন একলা হিজল গাছ। ভিখারী এই মেঠো পথ ঘুমায়ে তোমার কোলে। কতকাল ধরে। বুকে অপার বেদনা নিয়ে। দাগ রাখছো বেদনার। কাতকাল ধরে। পদচিহ্নের পদাবলী। গরুর গাড়ী। তোমার তীরে। তোমার শরীরে। ডিঙি যায়। ডিঙি বুকে আগলে রাখছো তুমি। নদী। ওগো নদী। কার দুঃখ তোমার এই জলের শরীরে।

দাগ

যেন আরাম আর আদর হয়ে
সূর্যের রঙ মিশে যাচ্ছে পাতাদের শরীরে।
পাতাদের শরীরে সূর্যের রঙ মিশে যাচ্ছে
ক্লোরোফিল-আদর হয়ে হয়ে।
এই দৃশ্যমানতা পেরিয়ে ফিরে যাচ্ছি বিগত সময়ে
গতকাল রাতের সময়ে;
ঘুমের ভেতর নয়—ঘুমাবার আগে—জেগে থাকার সময়ে
জেগে থাকার দাগ সারা ঘর জুড়ে ছড়িয়ে:

টেবিলে কয়েকটি বই
পুরনো ফল
এশট্রে
বিস্কিট
চায়ের কাপ

এবং মেঝেতে কয়েকটা উজ্জ্বল আরশোলা।

এইসব দৃশ্যমানতা মুছে যাবে সকালের পরে—যখন দিন
সকাল মুছে যাবে সকালের পরে

তারপর সারাদিনের শরীর জুড়ে মানুষ:
দিনের শরীর জুড়ে চাকার গতি, মানুষের ঘাম।

উপনিষদের দ্বিতীয় পাখি

কিছু কথা আছে সবাইকে বলে দেয়া যায়।
কিছু কথা আছে কয়েকজনকে বলবার মতো।
কিছু কথা আছে যা শুনার অধিকার একজন পায় শুধু।
কিছু কথা রয়ে যায়, যা কাউকেই বলা হয় না। বলা যায় না।

আমার আনন্দ

পেখমের গেইম নিয়ে চোখে এসেছো প্রিয়ংবদা তুমি অলঙ্কারের অধিক রিদম স্বয়ং প্রার্থনার নায়িকা নেশামত্ত রিপুর গণিকা ধীরে ধীরে অস্থিরে সৌরভের লাবণ্য ছড়ায়ে শৃঙ্গারে মন উচাটন পবন বহিয়া চলে নব রসের উৎস গহীনে তব অতলে ডুবে অন্য সকল রঙ বেরঙ চয়েস পরানে পরান রহে না মনপ্রাণ দিওয়ানা সহিতে পারি না এমনও তনুশ্রী বিবিধ অঙ্গে তব ত্রিবিধ রঙ্গে খেলা করে শ্রী আজব বাহানা ভুলি আর যত বাসনা ভ্রমি সমূহ ঠিকানা ডুবি অতলে ডুবি গহীনে গহীনে অপূর্ব মজমা

বুদবুদসমূহ

১
পাতার আড়ালে পাখিদের গান
বাতাসে ভেসে যাচ্ছে রোদ

বিকেল জমিয়ে রাখছে হিজলের বাগান।

২
নৌকায় আলতো ছুঁয়ে যাচ্ছে
ছোট
ছোট
ঢেউ

আকাশ জুড়ে তারার জোনাকি।

৩
সন্ধার আগেই
মেঘগুলো জড়ো হলো আকাশে

রাতের আগেই রিমঝিম
জানালার বাইরে—
বুদবুদ মিউজিকে।

৪

পা ফেলছি ঝর্ণার পাশাপাশি
জঙ্গলের পেছনে চাঁদ

কাঁপছে
শাদা
কালো
ছায়া
হালকা কিছু বাতাসে।

৫

আর দিগন্ত মুছে যাচ্ছে—
ফিরে আসা পাখিদের ডানায় ডানায়
ছোট ছোট তারা ফুটতে থাকা আকাশের পর আকাশে।

যোগাযোগের সমস্যা

দিন কাটলো গত দিনটার মতোই

দিন কাটলো দারুণ দরিদ্র

সুতরাং, সামনে আর কোন ঘটনার প্রবাহ, ভাবছি।

কিঞ্চিৎ ভালোলাগারটাগার সম্ভাবনাটুকুও
যদি বাকি থাকে দয়াল
হায়,
মধু নয় অমৃত নয়
অতিশয় বিষে প্রাণ আর নাহি সয় মধুমাসে

তবু—আমি
একটিমাত্র বিশ্বাস রেখেছি যে হৃদকম্পনে
ডার্লিং
ডার্লিং
তুমিই ব্যাথা জর্জরিত ব্যান্ডেজ আমার

তোমার সকাশেই সকল মনো—বাক্য ও বাসনা
তুমিই ভুবন, তুমিই মোহন

তোমার কাছেই দুঃখ পাই যদি
তুমিই যাতনা দাও যদি
তবু আমি
তবু আমি—
তোমায় ছেড়ে আর কোথা কখনো যাবো না।

কীর্তন

নারী যেমন ধারণ করে নীরব সংগীত
দেহের নরমে লোকায় পুরুষের আগুন
চুলের খোঁপায় জড়িয়ে রাখে রাতের আধাঁর
নিজের ওপর ভাসিয়ে রাখে সংসার
রক্তের বীজে পুষে রাখে পুরুষের উত্তরাধিকার

জলের গভীরেও থাকে ঝর্ণার সংগীত
কঠিন পাথর ডুবিয়ে রাখে সে অতলে
গভীরে তার জমে আছে আদিম আঁধার
বুকের ওপর আগলে রাখে ভূভাগ
নীরবে ভেতরে জমিয়ে রাখে ভাঁটা আর জোয়ার।

ব্যক্তিগত বনলতা সেন

তোমার চুল ধোয়া যে জল তুমি খোঁপা ভেঙে মাটিকে বিলাও
দয়া করে তার কয়েক ফোঁটা জল আমার জন্যে রেখে দিও।
কসম! তার গন্ধে আমি কবর থেকেও জেগে উঠবো আবার
মোহময় আকাঙ্ক্ষার মতো এই দুনিয়ার মাটিতে

শুধু তোমার জন্য।

পাহাড় চূড়ায় মধ্যাহ্ন

একদিন পাহাড়ি সবুজে শখের ভ্রমণ

ঝোপঝাড় পেরিয়ে গেলে বাতাসে ধানের গন্ধ
পাহাড়ের সানুদেশে জলের মাতম
কাছে, সকল গাছে, পাখিদের উচ্চারণ।

অদূরে শস্যের সবুজে একাকী এক মেয়ে
নিজেকেই আপন জেনে শস্য কর্তনে মশগুল;
গাইছে গান; উপত্যকা জুড়ে উপচে পড়ছে সুর—
যেমন কোকিল পাতার নীরবতা ভাঙ্গে ফালগুনে।

ছায়ানিবিড় পল্লবে, জিভে-জল-আসা দুপুরের ভোজে

অনুরণিত সেই গানের সুর ভালো লাগে
পাহাড় চূড়ায় মধ্যাহ্ন গড়িয়ে বিকেল নামে।

সুরিয়ালিস্ট হরিণের উত্তরাধিকার

'আকাশ পাঠায় স্বর্গ-শিশির,
জোনাকি মেয়েরা বিন্দু বিন্দু আলোর নুপুরে ভ'রে দেয় মাঠ
গাঢ় রাত্রিরে বিষণ্ন সুরেঃ তোমার রাজ্যে একা একা হাঁটি,
আমি সম্রাট!'

মোটা-ফ্রেম চশমার বিপরীতে দাঁড়িয়ে
শোনালে এরকম কিছু চমৎকার তীব্র কথা
মৃত সঞ্জীবনী গান
শোনালে স্বাধীনতার সমকালীন শ্লোগান।

অক্ষরে অক্ষরে জ্বেলেছিলে
লাল নীল সবুজ সংকেত—
জোনাকিপোকা।
পাতায় পাতায় প্রাঞ্জল পোস্টকার্ড—
যেন তুমি
শান্ত শীতের রাতে—
মোম কিংবা বাল্বের আলোর চেয়েও অনেক গভীর।

কণ্ঠস্বরে কবিতার ক্লোরোফিল নিয়ে
কবিতার পায়ে ছড়িয়ে দিয়েছো শিউলি, শিশির।

তারপর একদিন সময়ের সার্চলাইট খুঁজে পেলে তোমাকে
চলে গেছো পৃথিবীর অত্যন্ত গভীর অভ্যন্তরে।

শতাব্দীর ছকে দশকের দাগ পেরিয়ে পেরিয়ে
টপ টপ ঝরে পড়ে

শা ম সু র   রা হ মা ন

আধুনিক বাংলা কবিতার শব্দের শিশির।

মেঘ-দূরতম

বৃষ্টি ঝরে বাজলো এতো বিরামহীন নুপুর
ভোরে মনে পড়ে রইলে তুমি সারাটা দুপুর।

তুমি আছো তুমি নাই
তবু তোমার কথাই
ষড়ঋতু কিম্বা ষড়রিপু
তবু তোমার কথাই

তবু তোমার গান গাই।

আজ থাকছো কোথায়, আমার কথা মনে রাখছো, আমার কথা ভাবছো?
মুগ্ধতা পাশে নিয়ে বসে থাকছো বারান্দায়, গুনগুনাচ্ছো ছাদের কিনারায়?
হাওয়া উড়ায় ওড়না ?
হাওয়া তো আর মানে না শাসন!

আজকের বিকালেও বইছে হাওয়া
আজকের বিকালেও বিকালহাওয়ার বৌচি খেলা

তোমার কথা ভাবতে থাকছি।
গান গাইছি তোমার জন্য। বিকালবেলা।

বিশ্রী

প্রতিদিন মরে যাই।
কোনোদিন ফাঁসিতে
কখনো গুলিতে
নয়তো ছুরির আঘাতে
অথবা স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে
নয়তো ইঁদুর মারার বিষে
যেহেতু স্বপ্নে—

নিজেকেই সামলাতে হয় দাফন কাফন
কান্নাকাটি
অশ্রুবিসর্জন।

স্বপ্নে যেহেতু—
মারা যাওয়ার পরও জেগে উঠতে হয়
তার আগে কবরে ফুল
চোখ মুছে ফেলে মোমবাতি

দৃশ্যান্তরে খালিপেটে সিগারেট
সিংগাড়া
মাছের চোখ
কাচাঁবাজার
রিকশা—

আশেপাশে মরে যাওয়া আমার লাশের মতো
চোখ
মুখ
আঙুল—
হুবহু! মুখে হাসি;
যেহেতু মৃত—তাই বিকৃত।

আলবাট্রসের ডানা

বর্ণাভা ফুরিয়ে যাবার সময় হল এখন। যোনি-বর্ণালী পেখম মেলছে। বালির খেলনাঘর ভেঙে যাচ্ছে। ভেজা শার্ট শুকিয়ে যায়নি পুরোপুরি। শরীরে স্নানের শীত। মুছে যাচ্ছে কাঁকড়ার সমূহ পা, শামুক-ভাঙা, আর ঝিনুকগুলো; এবং সম্ভাব্য পরিযায়ী ডুবুরি। রেটিনায় আগুনের মাছ ও মশলার বিভাস। অবশিষ্ট নীলের ফুর্তি, শেষতম ঘুড়ি নেমে আসছে। শেষ কিছু সিগারেট, সফট ড্রিংকস, বড়শির ছিপ-সুতো, ক্রমাগত এলার্ম-সংকেত; লাইটহাউজ জেগে উঠবে; আর নৌকায় লবনের শাদা শাদা দাগ জমে উঠলে নোঙর ফেলার সময় তখন; স্তন আর তুলোর আরাম ফিরে আসে নিউরনে।

ডায়েরির একটি পাতা

দুঃখ গাঁথা যায় না। দুঃখ আছেই।
দুঃখ চোখের পার্শ্ববর্তী। দুঃখ শরীরের টিশার্ট।
দুঃখ হাতে, পায়ে
হাতে পায়ে বিশটি দুঃখ আঙুল হয়ে জড়িয়ে আছে।

নদীপর্ব

ফর নো রিজন। কোকিল ডাকিল কুহু। আমরা নদীতে। নৌকায়। শাড়ী পড়লে তুমি। অথবা শাড়ী নাই শরীরে। মুহুর্মুহু। জলের বিস্তারে। ছলাৎ। এবং ছলাৎ। জলের স্পর্শ। তুমি শুনাও আমারে গীতার সারাংশ। ভবসংসারে। যদি কোকিল ডাকিল রে সই। নদীতে না আসিয়া কেমনে রই। নদীকূলে বাস। তাই নদীর লগে বারোমাস। তুমি নদী। তুমি কোনো নদীর মতো। মেয়ে। তুমি নদীর পায়ে নুপুর। নদী তুমি নদীরও বক্ষে। নদী তুমি নদীতে। সানগ্লাস চক্ষে।

সিনেমা

ঘড়ির কাঁটায় অগুনিত দ্বিধা
আর নামহীন ভয়
যেন সেকেন্ডের সমানুপাতে ভেঙেচুরে যাবে সব

যত নির্মাণ আর দৃশ্য
গিলে নিবে মুহূর্তের প্রলয়
থেমে যাবে সব সুর থেমে যাবে সকল কলরব।

শুক্লকৃষ্ণপক্ষ

হৃদয়ে বা মাথায় ব্যাথা নিয়ে ঘুমোতে যাওয়ার পর
রাত মুছে যাবে ভোরের রোদের আলোয়
ভোর পেরিয়ে যে সকাল তাও মুছে যাবে দুপুরের হাওয়ায়
দুপুর ফুরিয়ে তারপর হলুদ—বিকেলের নির্জন নরম জানালায়
বিকেলের পর সন্ধ্যার বেলকনি বা বারান্দায় মনখারাপ হয়তো
যখন অল্প কিছু আঁধারে গল্পের মতো—
মাধবী ফুলের শাদা শাদা পাপড়িগুলো
শাদা থেকে ধীরে ধীরে হালকা গোলাপি হয়ে যায়।

প্লেলিস্ট

কার্বনের রঙ নিয়ে আকাশ অযথাই ছড়িয়ে আছে আকাশে আকাশে
আকাশে আকাশে কালিদাসের মেঘ, জীবনানন্দের পাখি।
বিবিধ ইন্দ্রজাল ছাপিয়ে ক্লাসিক, রক
হঠাৎ হঠাৎ হিন্দি বিটস
স্মুথ ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লু-ফিল্মস
ভ্যানিটি আর হাইহিলের বিকেল
চোখ আর মুখে সমান কুয়াশা
কুয়াশার পর কুয়াশা কুয়াশা
কিছু মেঘ, কিছু পাখি—বাকি সবটুকু কুয়াশা।

•

নর্তকী

নিপুন বদলে যাও মুহূর্তের সাপ

হাতে-হাতেও বিচ্ছিন্নতার বিষাদ বিষাদ খেলা
গভীরে ডুবে যাওয়া, ভেসে যাওয়া।

ইঙ্গিতের বরফ ছুঁয়েও আগুনে পুড়ে যাওয়া।

অত সার্কাস, অত ড্রামা, বর্ণালী পাপের নিষিদ্ধ ইশারা।

শিরায় শিরায় মোহিত প্লাবন, শিহরণ দ্বিধায় দ্বিধায়
সঙ্গোপন প্রতিমা নির্মান, তবুও অপূর্ণতা, শূন্যতা শূন্যতা।

মফস্বল

যদি নদীর তীরে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লো অন্ধকার
নদীতে জল, জল শুধু নীরব শীতল
নদীর তীরে ভিজে ভিজে ঘাস
ঘাসগুলো ভিজে যাচ্ছে কুয়াশায়
যদি শিশির ঝরার শব্দ হিমেল হাওয়ায়

বিগত রোদের রঙ নিয়ে শাদা শাদা মায়া মায়া
পাখির আর হাসের পালক ছড়িয়ে ছড়িয়ে আছে—
ভিজে ভিজে ঘাসগুলো জুড়ে

নদীতীরবর্তী গাছের পাতায় শিশিরের শব্দ কথা বলে
পাতার আড়ালে শিশিরে ভিজে ভিজে—
পাখিগুলো নীরব তাই

আকাশের দূরে দূরে তারায় তারায় প্রকৃতির পুরাণ আকৃতি
বনের ভেতর চাঁদ—
গাছে গাছে ডালে ডালে পাতায় পাতায়—
চাঁদের শাদা শাদা আলো—
কালো কালো অন্ধকার বনের ভেতর—
যেন জেব্রা—
যেন জেব্রাগুলি হিমেল হাওয়ায়।

গোলাপ বিরোধী বস্তুবাদী চিরকুট

গোলাপ এতোটা সুন্দর না
যতোটা তার কাঁটার মহিমা

কাঁটাবিহীন কোনো গোলাপ ফুটে না।

মেগাবাইটমেঘ

বৃষ্টি পড়ার দিনটায় বৃষ্টি ঝরার বারান্দায় গৃহবন্দী গাছ। যেন পুরনো ক্যালেন্ডারের পাতার মতো বিষণ্ন। বৃষ্টি পড়ার দিনটায় স ঘ ন গ হ ন বরষা আসন্ন। বৃষ্টি পড়ার দিনটায় জলে ভেসে ভেসে—পত্রিকার পাতা, কাগজের নৌকা, আধখাওয়া সিগারেট, রঙিন বেলুন, ওষুধের শাদা বাক্সে প্রেসক্রিপশন, চিপসের প্যাকেট, শার্টের ছেঁড়া বোতাম, প্লাস্টিকের বল—নগরের বাস্তব চরিত্র সকল। জীবনের জটিল জ্যামিতি। তরুণ তরুণীরা দাঁত না-মেজেই ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ ইন্সটা..সিন করি? ইনবক্স? রিপ্লে?—নাহ্ থাক... স্মার্টফোন, সিগনাল নাই, হটস্পট, ল্যাপটপ, ইমেইল-এড্রেস, ওয়াই-ফাই... এলার্ম কয়টায়? বেজেছিল? বাজেনি? খেয়াল নাই। সার্চইঞ্জিন—নেটওয়ার্ক স্লো—সঙ্গে সঙ্গেই লোডশেডিং—মেঘ জল হাওয়া

সন্দেহপ্রবণতা

মুছে যাও তুমি গোপন মধুর নাম
মুছে যাও তুমি হে মিথ্যার তীব্র নন্দন।

একফোঁটা পৌরাণিক দুঃখ

সন্ধ্যা কিংবা রাত্রির আড়ালে সাপের নীল দুঃখ
ছড়িয়ে পড়লো একটা পায়ে। সাপের দুঃখে নীল পা
ছিলো এক যুবকের। অন্ধকারে প্রজাপতির গল্প
শুনার নেশায় যাত্রা করেছিল সে। কেননা পুরুষরা
অন্ধকারে নারীর কাছে গল্প শুনার আজন্ম কাঙাল।

আকাশে তখন চাঁদ ছিল না; বিষের দুঃখ ছড়িয়ে
পড়ার সময় জোছনার আদর প্রকৃতি এলাও করে না।
এটা কোনো মিথ বা মনগড়া গল্পও নয়; কবেকার
সেই পুরনো দিন থেকে বিষ আর জোছনার
বিপরীত ঘটনা একটি সহজ সত্য। প্রকৃতির নিয়ম।

মাতাল অন্ধকারে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুবক
আবিস্কার করে কতিপয় নিরুপম আনন্দ;
মাতালই হয়ে যাবে যেন; মুহূর্তেই অনুভব করে
আশ্চর্য এক অন্ধকার, অপরিচিত সেই জলজ
অন্ধকার তার নিজের ভিতরেই, নীল দুঃখ হয়ে
ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে রক্তে, রক্তে। সারা শরীর জুড়ে...

বাইসাইকেল

দুপুরের রোদের মাঠ পেরিয়ে
নদীর তীরে এসে থামলো—
বয়ঃসন্ধির বাইসাইকেল।

নদীর জলে পাথর ছুঁড়ে ঢেউ গুনা

এক
দুই
তিন...

তারপর নীরবতা ভেঙে
ঠোঁটে মাছ তুলে মাছরাঙা উড়ে গেল দূরে
আকাশে তখন কয়েকটা চিলের উড়াল—
যেন বলপয়েন্টের বিন্দু দাগ।

শীতসমগ্র

এবার শীতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব।
বাতাস বইছে বেরিয়ে পড়ার, বেড়াতে যাই চলো।

টুপি, মোজা, চাদর সঙ্গে নাও, সোয়েটার নাও
সুঁই-সুতোর বাক্সটাও সঙ্গে নাও, থাকব ক'দিন
আলস্যে উলের একটা মাফলার বোনে আনবে।
হিজিবিজি মেট্রোপলিটন থেকে শীতের সঙ্গে কোথাও বেরিয়ে পড়া—
মুক্তি অন্বেষণের এ-ও এক পদ্ধতি হতে পারে।

বাতাস বইছে বেরিয়ে পড়ার, চলো
মাটির ঘরে থাকবো
পাশেই ঘাসফড়িং—সবুজ, খয়েরি, দু-একটা হরিয়ালও হয়তো।
বনের ভেতর থাকবে চায়ের টেবিল পাতা
পেয়ালা হাতে চায়ের বাগানে হেঁটে-হেঁটে যেতে চাও তো শীতার্ত হবে মন;
নয়তো অবচেতনার গহীনেই ডুবো, গেয়ো গান
স্মৃতির দোসর মনে নিয়ে গোধূলিও মেখো গায়।

বনের ভেতর যেখানে আরো গভীরতর বন আছে, সেখানে ঝরাপাতা
আগুন জ্বালিয়ে নিলে যন্ত্রণাগুলো দগ্ধ হবে
দেখা যাবে ঈশানে নৈঋতে পৃথিবীতে রাত্রি নেমে আসে—কোন নিয়মে।

এবার শীতে বাতাস বইছে বেরিয়ে পড়ার, বেড়াতে যাই চলো।

নভেম্বর

রিভারভিউয়ের বেঞ্চে বসে আছো তুমি

শীতের এই মৌসুমে—
পাখি আর কুয়াশাও বসে আছে—সামান্য একটু দূরেই
একটা গাছের ভেজাপাতার পাশাপাশি।

তুমি পাখির ছবি তুলবে ক্যামেরায়
এই দৃশ্য রচিত হয়ে আছে রিভারভিউ জুড়ে

ক্যামেরার চোখে তোমার চোখ
একটু দূরেই বসে আছে পাখি আর কুয়াশা—
ভেজাপাতার পাশাপাশি।

মেয়েদের শরীরের রঙ

কপালে টিপ না-পরা মেয়েদের দেখে
লাল নীল কালো টিপ-পরা মেয়েদের সামনে থমকে দাঁড়াই।
কপালে টিপ—লাল নীল আর কালো
মায়া, নাকি মায়ার সংকেত
না—কি
কপালে টিপ পরে মেয়েরা কাছে টানে
পেতে চায় প্রিয় পুরুষ?

কপালে টিপ পরে সুন্দর মেয়েরা কেমন অসুন্দর হয়ে যায়
টিপের যেসব রঙ—
(শাড়ী আর ব্লাউজের সাথে ম্যাচিং—)
লাল নীল আর কালো—রঙের চেয়ে—
অনেক সুন্দর মেয়েদের শরীরের রঙ।

ইনসমনিয়া

দিনের পরে
তারারাও জ্বলেপুড়ে
আকাশে লিখে রাখে জখম

প্রকৃত দিনের শেষে
রাত্রি মূলত একাই আসে
এখানে এমনটাই নিয়ম।

মৃত্তিকা

ফিরে গেলে সূর্যঘড়ি শিকার আর পাথরের আগুন
কুজন কলরবে বৃক্ষদেবীর অফুরান সেই আয়ুকাল।
আহ্নিক পুনরাবৃত্তের আওয়াজ, নৈঃশব্দ আর গান।
ছায়ানিবিড় পুষ্পস্তবকের অবসর ছুঁয়ে রোদের মদ
জল-আয়নার নদীমুখ জুড়ে স্ফটিক, ঝর্ণা-সংগীত।
বনানীর হাওয়া ভাংচুর ঘিরে অরণ্যের মধ্যাহ্নমর্মর
জলমুখর গর্ভবতী মৃত্তিকার রূপদর্শন ও ঋতুমৈথুন;
পদচিহ্ন পেরিয়ে গেলে ঘুমের তাঁবু, রাতের বাগান।

ন্যূনতম ভ্যালেন্টাইন

কয়েকটি রঙিন ফুল
ভিন্ন ভিন্ন রঙের,
তোমার চুলের খোঁপায় সাজাতে চাই

শাদা রঙের পাপড়ি কাঠগোলাপের
ভাবছি শাদা পাপড়িতে তোমাকে সাজাই ॥

রোদের রঙের মতো ফড়িং

ইশকুলে হয়তো সবেমাত্র বেজে উঠলো ছুটির ঘণ্টা
দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নামলো কয়েকটা শৈশব
বিকেলের মাঠ জুড়ে তখন তুমুল হৈচৈ
খেলার আনন্দে তারা ভুলে যায়—
বুকপকেটে রাখা ঘাসফুলের খবর।

খেলা শেষে ক্লান্তি নামে—
দশ বছর বয়সী শরীর জুড়ে
সবুজ ঘাসের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে
তারপর—
শেষ বিকেলের রোদ নদীর জলে মিশে গেলে
রোদের রঙের মতো ফড়িং—
খুঁজে বেড়ায় ঝোপঝাড়ের কিনারায়।

দিনের আলো নিভে যায় পৃথিবীর নিয়মে
মিনার থেকে ভেসে আসে বিশ্বাসের বয়ান
পালের গরু নিয়ে ফিরে আসে রাখাল বালক
ক্লান্ত শৈশবগুলো তবুও বাড়ি ফিরে না
সন্ধ্যার পথের পাশে জোনাকিপোকা ধরে—
হাতে তুলে নেয়
আঙুলের ময়লা নখের উপর থেকে উড়িয়ে দেয় আবার।

রাতের বেলা ঘুম ঘুম চোখ নিয়ে
মুখস্থ করে কবিতার লাইনঃ
'বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ'!

ঘুমের আরামে ডুবে গেলে তারপর
ফড়িং ভেবে হাতের আঙুলে তুলে নেয়—
মায়ের শাড়ির আঁচল!

বিগত চিয়ার্স

তোমার দানে আদিনিবাসীগণ পেয়েছে স্বাস্থ্য
উদযাপনে ছিলো উদ্রিক্ত। পনীয়জলের গেলাসে
সাধ আহ্লাদ নিয়ে মেতেছিলো নিশ্চত সম্ভাবনায়
বিভিন্ন খেলা ও মৈথুনে। কোরাসের সমবায় ছুঁয়ে
জিতেছিলো শস্য ও সফলতা; বিশ্রামের বিছানায়—
ভূমি সংলগ্ন খামারের ঘামে। আর সমূহ আখ্যানে
উপকথায়—তাদের গান; তাদের সময় সুন্দর ছিলো
সময় সুন্দর ছিলো তাদের—গানে আর সুরে।

তাদের স্বাস্থ্য আর গার্হস্থ্য অধুনাতন মৃত্তিকার অধীন
হায়, সেই আওয়াজ মুছে দিলো—কালের রেওয়াজ।
হাজারো কলরব কবরের স্তব্ধতায় লীন হলো শুধু:
রঙ আর শব্দবিহীন ঘুমিয়েছে আজ—সময়ের সন্তান!

কদমবুসি

আম্মার কোল ছাড়া শরনার্থী আমি
আমার কোলেই শুধু সন্তান আমি।

মিশেল ফুকো মিউজিয়াম

১
দুনিয়া কেমন করে এতদিন ধরে ঘুরে
বোঝা বড় দায়
যাহা ঘুরে তাহা ত আর বোঝা নাহি যায়।

২
যার দরকার তার কিছু-ই তো নাই
যার আছে, তার জাহাজ-বোঝাই।

৩
চুনোপুঁটিরে খায় পুঁটি
পুঁটিরে খায় রুই
রুই কাতলা মুখোমুখি
আমি-নাকি-তুই?
কাতলারে ধরে
রাঘববোয়ালে
গিলে গিলে খায়
বোয়ালরে কেবা খায়
রঙ্গিলা দুনিয়ায়?

৪
ইহা জ্ঞানাশ্রম

তবু নয় জ্ঞানের

ইহা জ্ঞানের বিহনে কেবলি পরিশ্রম।

এদিকে তবু একে একে চারিদিকে
জ্ঞানের নিয়তে হামেশা যাচ্ছে ঢুকে—
নবাগত বিজ্ঞানের বাছুরেরা;
উদয়দিগন্তের সূর্যরে সাক্ষী রেখে
জ্ঞানপকপকবকবক সমীপে—
কলাপাতা সাবমিট করে
অদ্য নবীশ এই সব বাছুরেরা।

ক্রমশ
নাবালক বাছুরেরা সকলেই (সাবকনশাসে) ফিল করল—
এখন তারা দড়িছেঁড়া
এখন তারা হাঁদা
এখন তারা গাধা
এখন তারা গঙ্গারাম
এখন তারা ভ্যাবাচেকা
এখন তারা বেচারা।

ফলত
মহামান্য জ্ঞানপকপকবকবক মনে করছেন:
এ জগতে
বাছুরদের অন্য কোনো কর্ম নাই
চেতনা নাই
থাকতে পারে না—
শুধু গ্রেডনম্বর খাওয়া আর বমি করা ছাড়া।
আর উইদাউট জ্ঞানের পশরা—
বাছুরদের আছে অন্য প্রয়োজনীয় সম্ভাবনা
আছে দূষণীয় বস্তুত্রয়—
আছে মেরুদণ্ড
আছে কণ্ঠনালী
আর, আছে গোম্বা অর্থাৎ ভার্জিন শিং।

সুতরাং
যদি শিক্ষা—দিতে হয় দীক্ষা—নাহয় দিবো ভিক্ষা—
তবে
বাছুরদের দূষণীয় বস্তুত্রয় করতে হবে সিজ

এবং সেটা করতে হবে আগেভাগেই
প্রথমে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে
নিয়ে নিতে হবে ওদের মেরুদন্ডটা
তারপর চান্স পেলেই
আমূল কণ্ঠনালী বেঁধে ফেলতে হবে
শক্ত করে—
যাতে টু-শব্দটিও করে না আর।
আর শিংয়ের ব্যাপারে সর্বদা থাকতে হবে কনসার্ন
নয়তো
এ—ক গুতায় ওলান ফেটে—যাবে গঙ্গায়।

অতএব
দৌড়াদৌড়ি ঠেলা আর ধাক্কার লগে
কেবলি গ্রেড আর নম্বর খেয়ে খেয়ে
বাছুরেরা দিয়ে যাচ্ছে হাজিরা—
আমাদের অশ্বডিম্বালয়গুলোতে

অর্থাৎ মহামাননীয়ানীয়র সিস্টেমে
অর্থাৎ কারিকুলামে—
পকবকেরা মৃতপ্রায় বাছুরদের—
শিক্ষা—দিচ্ছে ভিক্ষা—
অদ্য সোমবার আটটায়—
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল জুড়ে।

গ্রাজুয়েট যুবতী

মাধ্যমিকের বায়োলজি ম্যাম ক্লাসরুমে আসলে
তার সাথে চলে আসতো বয়ঃসন্ধি;
আর বয়ঃসন্ধির সমানবয়সী কতিপয় পাখি।

ম্যাম ব্লাকবোর্ডে ডাস্টার ঘষলে
শাদা শাদা সব মেঘ ঝরত—
টেবিলে
রোলকলের খাতায়
ম্যামের ব্লাউজের আশেপাশে
আর তার লম্বা কালো চুলে

তখন ইউনিফর্মের বুকপকেটেও চলে আসতো মেঘ
আর পাখিদের সমবেত সুড়সুড়ি

ম্যাম লেকচার দিতেন
হরমোন
জরায়ু
বয়ঃসন্ধি
রঙ
ক্লোরোফিল—বায়োলজির এইসব ইত্যাদি ব্যাপার স্যাপার নিয়ে।

যেদিন ম্যামের ব্লাউজের রঙ ছিল কালো অথবা ডিপ-ব্লু
সেদিন লেকচার দিতে দিতে ম্যাম বললেন—
'বুকের ভিতর কোনো মন নেই,
মন থাকে মাথায়।
বুকের ভিতর থাকে হার্ট
যেটা আসলে একটা পাম্পমেশিন,
যার কোনো ফিলিংস ক্যাপাসিটি নেই।'

আন্তঃনগর ট্রেন এবং অন্যান্য চিহ্ন

যারা আসবে তারা সকলেই যাবে চলে যার যার ঠিকানাতেই
যারা আসবে যারা যাবে তারা সকলেই শুধু ক্ষণকালমাত্র;
একলা স্টেশনে একা রেললাইনে ট্রেনটি তবু দাঁড়িয়ে একলাই।

তবু যারা আসবে যারা যাবে তবু তারা চিহ্ন কিছু রেখে যাবে
একই যাত্রা একই গন্তব্য বা আলাদা যাত্রা আলাদা গন্তব্য
তবু সকলের জন্যই একলা স্টেশনটি তবু দাঁড়িয়ে একলাই।

যারা চিহ্ন রেখে যাবে তারা হয়ত তারা আসবে ভোরবেলাতেই
একলা স্টেশনটির ঘুম ভাঙাবে তারা ভোর সাড়ে ছয়টায়
স্টেশনটি জাগলে ট্রেনটিও তবু জেগে উঠবে ভোরবেলায়
যারা আসবে তারা সকলেই চলে যাবে গন্তব্যে, যাত্রায়।

যারা আসবে, এসে চলে যাবে, তারা সুঃখ-দুঃখ সঙ্গে করে
সকলেই তবু তারা চলে যাবে তারা ঠিকানায়; সন্ধ্যেবেলায়

একলা স্টেশনে একা রেললাইনে ট্রেনটি তবু দাঁড়িয়ে একলাই।

একটি জুয়াখেলা

সময়ের কাছে আমাদের হারতে হয়
কখনো কখনো সময়ও হেরে যায়।

সময়ের কাছে সবাই পোষা বেড়াল:
সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তে বেঁচে থাকা শুধু
আমাদের দিনরাত্রির মুখস্থ জীবন।

হৃদয় হারিয়ে আমরা সময়কে জিতাই
নয়তো সময় হারিয়ে আমরা হৃদয়কে।

ভগ্নাংশের গান

একদিন ভোরবেলা হয়ে উঠি এই পৃথিবীর অক্সিজেনের অংশীদার।
জননীর ভালোবাসায়
কণ্ঠনালির পাশে এখনো চুমুর দাগ লেগে আছে।
ভোরবেলাকার কান্নার শব্দে
জনকের ঠোঁটের কোণে হাসির আনন্দ লেগে ছিল;
আজানের আওয়াজ শুনিয়েছিলেন কানে।

সেদিন আকাশে চাঁদ ছিল: শাদা এক বিষণ্ন গোলকের মতো
না-কি
পুরাকাশে উদিত হয়েছিলো সূর্য: সোনালী রঙের সে আলোর ঈগল
আব্বা সেকথা বলতে পারেননি
আম্মাও জানেন না—
সেদিন উঠোনের কাঁঠালগাছটার পাতা ঝরেছিল কি-না।

আব্বা নাম রেখেছিলেন।
আম্মা বলেছিলেন: গুলশান—অর্থ ফুলের বাগান।

আমার শৈশবে
আমাদের উঠোনের বামদিকটায়
আব্বা শখ করে বাগান করেছিলেন।
মাঝেমধ্যে ঘর থেকে বেড়িয়ে উঠোনের বামদিকে যাই;
চোখে পড়ে—গোলাপ, পেয়ারা—

নেই...

মেহগনির চারাগাছে চড়ুইপাখির বাসা—

নেই...

আটকুঠুরী

মনের ভেতর পুষে রাখছি নিজস্ব নির্জনতার কতিপয় গোপন চিহ্ন। নিজে একাকী নির্জন যদিও; মনের ভেতর অনুভব করি অন্য আরেকজন! যারে আমি চিনি না, যার সাথে নেই জানাশোনা, সে কি করে আমার মনের ভেতর? যদিও নিজের ভেতরে থাকি, অথচ নিজেকে চেনাও এখনো বাকি। ভেতরে যে অন্য আরেকজন পুষে রাখে মন—দেহহীন অচিন সেজন। কে সে, চেনা তো যায় না তারে। আমার ভেতরে থাকে সে—তবুও নয় সে আমার অধীন! জলেতে সে কখনো যাবে যদি—আগুনেই পুড়ে যায়। হাওয়ায় উড়াল দিবে যদি—খাঁচার ভেতরে যায়।

সমুদ্রের দিন

দিগন্তহীন বিস্তৃতির মাঝে দাঁড়িয়েছি অল্প জলে
পা ডুবিয়ে। সমুদ্র তার সফেন আর আদর
রেখে যাচ্ছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে, ভিজে বালির
নরম শরীরে। পাশেই প্রেমিক প্রেমিকা নিবিড়
জড়িয়ে আছে, যেন সমুদ্র প্রেম দিচ্ছে আরো;
আলটিমেটলি চুম্বন দৃশ্যটিও দেখতে হলো
তখন খুব করে মনে পড়লো তোমার কথা
তোমার পৃথুলা শরীর; এই দৃশ্যে একদিন
তুমিও সংযুক্তা ছিলে-যে—সমুদ্র শুধু জানে।

রোদচশমা চোখে অন্য ঢেউ এগিয়ে আসছে;
রোদের ফোঁটা, কোমল পানীয়ের পুরনো বোতল
তীরে এসে জমা হলো ধীরে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে;
মনখারাপ হওয়ার মতো ধূসর অনুভূতিমালা
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো তখন বালির শাদায়।

আর ভিজে বালিতে আমি লিখলাম তোমার নাম...
সমুদ্রে গেলে সেই আঙুলের দাগ ফেরত আনিও।

স্যানাটোরিয়াম

মন যেন পাখি হয়ে উড়ে যায়
জীবনের সেইদিনে
সেই নীল জোছনায় ভিজে-ভিজে রাত্রি
সেই মেঘে-ঢাকা-দুপুর, সেই বৃষ্টি
সেইসব দিন আজ স্বপ্নের মতো মনে হয়।

যখন বাতাসের মধ্যে ঘুরে দাঁড়াই
হাওয়ায় গন্ধ পাই
যেন কিসের, যেন কার
কখনো একমুঠো স্বপ্ন, একটু হাওয়ায়
কী যেন মনে পড়ে
যেন কাকে মনে পড়ে।

কতো সন্ধ্যা কেটেছে
চীনে বাদাম পকেটে—নদীর তীরে
ঘাসের উপর বসে বসে
যখন ছোট ছোট তারা ফুটছে আকাশে আকাশে
আর সবুজ ভিজে-ভিজে ঘাস
আর হাওয়ায় গন্ধ
যেন কিসের, যেন কার

সে গন্ধ আজও যেন পাই
আর পাখি হয়ে যায় প্রাণ

কি যেন মনে পড়ে
যেন কাকে মনে পড়ে।

পুরাতন মন

যদি আর না থাকে জীবনের অন্য কোনো মানে
জীবন আজ সহজ বেঁচে থাকা হয়ে থাকে শুধু
বৃত্ত পূরণের জন্য শুধু বলয় ধরে রাখা হয় যদি
থাকে না অন্য কোনো পথ, থাকে না যাতায়াত
যে গতি বা যে স্থবিরতা পরিচিত বলে মনে হয়
সেই গতির বিপরীতে যদি থাকে না অন্য গতি
যদি গতির নামে স্থবিরতা নিয়ে তোলপাড় হয়
যদি ক্রমাগত মৃত্যুর মুখমন্ডল এই বাঁচার সময়
যদি যাত্রা থেমে আছে, জড়িয়ে আছে স্থিরতায়
হতে পারে জীবনের অন্য কোনো মানে নাই আর
হতে পারে যাতায়াত থেমে আছে গতিপথ ধরে
অথবা স্থবিরতা বরফ হয়ে জমে ছিল আগে।

রওজান ফেরদৌস প্রভা

যদিবা বাদলদিনে ফুটল কদম প্রভুর শ্রাবণে
ঘাসেরা ভিজে আছে বরিষণে

ভেজাঘাসেদের দাও তোমার খালি পা।

অন্ধকার মধ্যদিনে যদি বৃষ্টি ঝরে পড়ে মনের মাটিতে
তুমি যাও কদম্বকূলে তোমার ভিজেমন সহকারে
যাও কদম্বকূলে তুমি ভিজেঘাসে খালিপায়ে আমব্রেলাবিহীন।

মন নাচে ময়ূর আজি রেনিসিজনে
পাখিরা কুজন করে মেঘেরা উড়ে—মেঘেরা ঘুড়ির নিয়মে;
এবম্প্রকারে কদমফুলেদের দাও ডাকনাম
পাখিগণে (তোমার সখীগণে) গাইবেন গান—
সেই নাম ধরে ধরে
সখীগণে গাইবেন আষাঢ়ও শ্রাবণও; এমনও বৃষ্টির দিনে।
সখীগণে আইসক্রিম দিচ্ছ? দিও, দিও, দিয়ো তো!
প্রকৃতি জাগিছেন আজি গানের আহলাদে

আজি স্বরলিপি, আজি বাজনা
আজি রিমঝিম পতন ঘটনা।
অদ্য বরষা সিক্ত, বরষা ভিজে আছে
অদ্য মেঘের পরে মেঘ জমেছে তাই মনের পরে মন
মেঘেরা উড়ে
তাই মনগুলিও মেলল ডানা দূরে
এমনও বাদলদিনের কদম্বকূলে।

আজি ভেজাঘাসেদের দাও তোমার খালি পা
আজি উতলা হাওয়ার এ কদমতলায়
তোমার পুতুলের বিয়ে!

আজি এ বাদলদিনে। ওরে, আজি বৃষ্টির দিন যায় রে ॥

স্কিৎজোফ্রেনিয়া

সময় সময় আমার এমন হয়, কিছু ভাল্লাগে না, কিচ্ছু না
হয়ত কোথাও যাবার প্রয়োজন আছে, বন্ধুর ঠিকানায়
হয়ত যাবার আছে, হয়ত দোকানে যাবার প্রয়োজন আছে
কিন্তু ঠিক তখনই আমার পায়ের নিচে অন্য আরেক পা।
জানি এমন সময় চোখ জুড়ে চারুদৃশ্য আঁকার প্রয়োজন
বিবমিষার জন্য নিসর্গনিয়মই বিজ্ঞানসম্মত, জানি সেটা
কিন্তু চোখ জুড়ে কিভাবে আর চারুদৃশ্য আঁকা যেতে পারে
যখন আমার চোখ জুড়ে অন্য সহস্র চোখের দৃষ্টিগ্রাহ্যতা;
দৃষ্টিগ্রাহ্যতার স্থিতিস্থাপকার সমাধানও আছে, জানি সেটা
কিন্তু তার জন্য নিজেকে ব্যক্ত করার প্রয়োজন আছে
অন্তত সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে, ব্যক্ত হবার প্রয়োজন আছে
অথচ ব্যক্ত হবার বিপরীতে আমার ভেতর হিম মৌনতা।
এখন মৌনতাও বরং স্বাস্থ্যকর কোনো অবসর হতে পারে
তবে সেজন্য প্রয়োজন হলো প্রিয়তম অবলম্বনের সংযোগ;
কিন্তু সময় সময় আমার এমন হয়, কিছু ভাল্লাগে না, কিচ্ছু না।

উড়ালের ফুর্তি

হাওরের দক্ষিণ কিনারে খাঁচার ভিতরে
বন্দী হয়ে আছে কিছু মাটির উড়াল।

কোনো দালানকোঠা নাই,
নাই কোনো বৈভব।
আছে কিছু পুরনো সুন্দর দিন:
ভাটিয়ালি হাওয়ার শরীরে প্রাগৈতিহাসিক গন্ধ। জলপোকা।
মাইল মাইল দূরে দ্বীপের মতো ফোঁটা ফোঁটা গ্রাম।
উঠোন জুড়ে জল আর জোছনার পাহারা।
মাঠিতে জলের দাগ।
নদীর নাভিমূলে আয়না।
বৃক্ষের তলায় বাউলের দরবারে মোমবাতি
টুকরো টুকরো দরদের মতো—
যেন
শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদের অনল।

হেমন্তের পাখিরা পালকের ফুর্তি ফেলে যায় টাঙ্গুয়ার ঘাসে।
ভাটিয়ালি হাওয়া মুছে ফেলে পাখিদের উড়াল।

টাঙ্গুয়ার চারপাশে যেন অবসর শুয়ে আছে

যেন ভুবনডাঙা
যেন তেপান্তরে পাতাদের সংসার
যেন অবিরাম মদিরা

হাওরের পাড়ে
হাছন রাজার একতারা
যেন তুফান ভেতরও বাহিরে অন্তরে অন্তরে
হাওরের পাড়ে মরমি তুফান
তুফান জমিনও আসমানে।

প্রচ্ছদ গুলশান ইকারুস

ISBN 978-984-35-5176-4

978-984-35-5176-4